প্রথম আলো

তারিখ 07 JAN 2016
পৃষ্ঠা ০২ ০৩ কলাম ৪

আজ দুই ঘণ্টা কর্মবিরতি

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যাকে ষড়যন্ত্রের অংশ বললেন শিক্ষকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বেতন স্কেল নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দেওয়া ব্যাখ্যাকে 'ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের অংশ' বলে মনে করছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন।

সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিগুলোর জোট এই ফেডারেশন গতকাল বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যার জবাবে এ কথা বলেছে। ফেডারেশনের অভিযোগ, কতিপয় আমলা প্রতারণার মাধ্যমে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবিদাওয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছেন।

৪ জানুয়ারি বেতন-স্কেল নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যায় বলা হয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যাতে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড ব্যতীত গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ প্রাপ্য হন, সে জন্য সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন প্রশ্ন তুলেছে, যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে, তাহলে গত ১৫ ডিসেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের পাঠানো পরিপত্রে বেতনবৈষম্য দূরীকরণ-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত দেখিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো কেন? এই

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

ষড়যন্ত্রের অংশ বললেন শিক্ষকেরা

শেষ পৃষ্ঠার পর

'বিতর্কিত' পরিপত্রটি প্রত্যাহার করা হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রেখেছে ফেডারেশন। এ জন্য তারা একটি নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এ ধরনের পরিপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল, শিক্ষকেরা নিজের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পান। এর জবাবে ফেডারেশন বলছে, সরকারি কর্মকর্তারাও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন—এমন তথ্য-প্রমাণ তাদের কাছে আছে। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন—এমন শিক্ষকের সংখ্যা মোট শিক্ষকের ২ থেকে ৩ শতাংশের বেশি হবে না।

নয়টা-পাঁচটা অফিস সময়ের বিষয়ে শিক্ষকদের ফেডারেশন বলছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাচিবিক দায়িত্ব পালন শিক্ষকের কাজ নয়। একজন শিক্ষকের কাজ তাঁর শ্রেণিকক্ষে, গবেষণাগারে, এমনকি তাঁর নিজ গৃহে।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬৫ বছর আছে বলে উল্লেখ করে ফেডারেশন বলছে, জাতীয় প্রয়োজনে অন্য কোনো পেশার অবসরের বয়স ৬৫ হলে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। আর সচরাচর কোনো শিক্ষক অধ্যাপক হিসেবে ন্যূনতম ১৫ থেকে ২০ বছর চাকরিসহ মোট চাকরিকাল ২৭ বছরের ঊর্ধ্বে হলে গ্রেড-১-এ যেতে পারেন। পিএইচডি ডিগ্রি না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রেড-১ অর্জন করা অসম্ভব! জ্যেষ্ঠ সচিব পদ থেকে অবসরে গিয়ে আবার চুক্তিভিত্তিক পেয়েছেন—এমন অনেকের পিএইচডি ডিগ্রিধারী সহপাঠীরা চলতি বছর গ্রেড-১ পেয়েছেন। আবার কেউ কেউ এখনো পাননি।

অর্থ মন্ত্রণালয় বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ১২ বছরের মধ্যে তৃতীয় গ্রেডভুক্ত অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। এর জবাবে ফেডারেশন বলছে, বস্তুত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোনো পদোন্নতি নেই। যোগ্যতার মাপকাঠিতে এখানে প্রতিটি পদে নতুন নিয়োগ হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয় গ্রেড-১-ভুক্ত অধ্যাপকের সংখ্যা ৮২০ উল্লেখ করলেও ফেডারেশন বলেছে এই সংখ্যা ৬০৮ জন। ফেডারেশনের প্রশ্ন, ক্যাডারবহির্ভূত কর্মকর্তারা কি সচিব পদে পদোন্নতি পান।

এদিকে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আজ বেলা ১১টা থেকে একটা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা কর্মবিরতি ও নিজ নিজ ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন। ১১ জানুয়ারি থেকে তাঁদের লাগাতার কর্মবিরতির কর্মসূচি রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ও প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটির দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক: বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল গতকাল এক সভা থেকে নতুন করে কর্মসূচি ঘোষণা করে। কর্মসূচি অনুযায়ী, দাবি পূরণ না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা ১৫ জানুয়ারি থেকে গণছুটি ও পূর্ণ কর্মবিরতিতে যাবেন। তার আগে আজ বৃহস্পতিবার থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন তাঁরা।